৩

শব্দের অস্পষ্টতা
Vagueness of a word

৩.১ শব্দের দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা
Ambiguity and vagueness of words

অনেক সময় শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে তার অর্থ বিশ্লেষণ অত্যন্ত কঠিন কাজরূপে, প্রায় অসম্ভবরূপে দেখা দেয়। এর কারণ অবশ্য শব্দের দ্ব্যর্থতা বা অনেকার্থতা নয়। দ্ব্যর্থক বা অনেকার্থক শব্দের সংজ্ঞাকরণ কঠিন ব্যাপার নয়, কেননা সেক্ষেত্রে শব্দের বিভিন্ন অর্থগুলিকে পৃথক করে তাদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানা সম্ভব হয়। অভিধানের প্রায় সব শব্দ দ্ব্যর্থক হলেও তাদের একাধিক অর্থ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। **প্রসঙ্গ বিচার করে আমরা তাদের অর্থ নির্ধারণ করতে পারি।** কয়েকটি দ্ব্যর্থক শব্দের উল্লেখ করা গেল :

	শব্দ	অর্থ
(*i*)	দণ্ড	লাঠি
	দণ্ড	শাস্তি
(*ii*)	কুল	বংশ
	কুল	ফল বিশেষ
(*iii*)	তীর	নদীতট
	তীর	শর (অস্ত্র)

প্রসঙ্গ বিচার করে আমরা এসব দ্ব্যর্থক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানতে পারি। তীর (*iii*) দ্ব্যর্থক শব্দটির উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল : 'তীরবিদ্ধ পাখি' বললে **প্রয়োগক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ বিচার করে** আমরা বলতে পারি যে, এখানে 'তীর' শব্দটি 'শর' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'এবার তরী ভিরাও তীরে' বললে **ভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ বিচার** করে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে 'তীর' শব্দটি 'তট' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই দ্ব্যর্থতা বা অনেকার্থকতা সংজ্ঞাকরণের অন্তরায় নয়, সংজ্ঞাকরণের অন্তরায় হল শব্দের অস্পষ্টতা (vagueness)।

প্রত্যেক দেশের প্রচলিত ভাষায়, এমনকি বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ আছে যাদের অর্থ অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট। শব্দের এই অস্পষ্টতাই সংজ্ঞাকরণের প্রধান অন্তরায়।

'অস্পষ্ট' বলতে বোঝায় 'স্পষ্টতার অভাব'। যে শব্দের অর্থের মধ্যে স্পষ্টতার বা নির্দিষ্টতার অভাব আছে তাকেই বলা হয় 'অস্পষ্ট শব্দ'। **'x' শব্দটি যদি এমন হয় যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না, এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়, তাহলে বলতে হবে যে 'x' শব্দটি অস্পষ্ট।**' এমন শব্দের সংজ্ঞাকরণ এক সমস্যারূপে দেখা দেয়, কেননা সংজ্ঞাকরণের উদ্দেশ্য হল শব্দের অর্থকে ব্যাখ্যা করা। কোন শব্দের সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে যদি আমাদের সংশয় থাকে অর্থাৎ শব্দটির অর্থ যদি অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট হয় তাহলে সেই শব্দের অর্থটিকে ব্যাখ্যা করা (অর্থাৎ সংজ্ঞা দেওয়া) এক কঠিন কাজরূপে দেখা দেয়। সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত 'মধ্যবয়স্ক' শব্দটি নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল—

একথা ঠিক যে, বর্তমানে মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কালের বিচারে ১০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে যেমন 'মধ্যবয়স্ক' বলা যায় না, তেমনি ৯০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকেও 'মধ্যবয়স্ক' বলা হয় না; কিন্তু ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে 'মধ্যবয়স্ক' বলা হয়। এখানে প্রশ্ন বল—'৪০ বৎসব বয়স্ক ব্যক্তিকে 'মধ্যবয়স্ক' বলা হলে ৩৯ বৎস বয়স্ক ব্যক্তিকে তা বলা হবে না কেন?' তর্কের খাতিরে ৩৯ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে 'মধ্যবয়স্ক' বলা হলে ঐ একই প্রশ্ন ৩৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সম্পর্কে দেখা দেবে এবং তর্কের খাতিরে ৩৭, ৩৬, ... ১০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকেও 'মধ্যবয়স্ক' বলতে হবে। তেমনি বিপরীতক্রমে ৪১, ৪২ ..... ৯০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সম্পর্কে একই প্রশ্ন দেখা দেবে এবং তর্কের খাতিরে তাদের প্রত্যেককে 'মধ্যবয়স্ক' বলতে হবে। কাজেই, 'মধ্যবয়স্ক' শব্দটি ঠিক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না, এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেয় বলে শব্দটিকে স্পষ্টার্থক বলা যাবে না, বলতে হবে যে, শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট।

৩.২ অস্পষ্টতার হেতু বা কারণ
Causes of Vagueness

শব্দের অস্পষ্টতার নানা হেতু বা কারণ আছে। অধ্যাপক হস্‌পার্সকে অনুসরণ করে মুখ্য কারণগুলি উল্লেখ করা গেল :

(১) শব্দের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভেদরেখার অভাব (*Wanting of precise cut-off point between the applicability and non-applicability of the word*) :

এমন অনেক শব্দ আছে যাদের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, আবার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রয়োগ করা যায় না; কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়, অর্থাৎ শব্দটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। ধরা যাক্, রাম তার গাড়িটিকে **আস্তে** চালায়। এখন, প্রতিদিন যদি সে তার গাড়ির গতিবেগ এক মাইল করে বাড়ায় তাহলে এমন একটা সময় অবশ্যই দেখা দেবে যখন সে তার গাড়ি **জোরে** চালায়। এখানে 'আস্তে' অথবা 'জোরে' শব্দটির প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না, অর্থাৎ বলা যায় না যে, গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধির ঠিক কোন অবস্থায় 'আস্তে চালনা' 'জোরে চালনায়' রূপান্তরিত হয়েছে। রামের গাড়ী চালনার ক্ষেত্রে আমাদের এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যেখানে সে আস্তে গাড়ী চালায় না জোরে গাড়ি চালায়—এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। কাজেই 'আস্তে', 'জোরে' শব্দ দুটির অর্থ অস্পষ্ট।

এইরকম **দ্বিপ্রান্তিক বিপরীতার্থক শব্দগুলির মধ্যবর্তী কোন এক অবস্থা সাধারণভাবে অস্পষ্টার্থক হয়।** অধ্যাপক হস্‌পার্স এজাতীয় যুগ্ম শব্দকে বলেছেন 'Polar words' বা '**মেরুশব্দ**'। 'দ্রুত-মন্থর', 'সহজ-কঠিন', 'কোমল-কঠোর', 'আলোক-অন্ধকার', 'উষ্ণ-শীতল', 'লম্বা-বেঁটে', 'ক্ষুদ্র-বৃহৎ' ইত্যাদি যুগ্মশব্দগুলি 'মেরুশব্দ'। এপ্রকার মেরুশব্দের বৈশিষ্ট্য হল— যুগ্মশব্দের যে কোন একটির প্রয়োগক্ষেত্র ধীরে ধীরে অন্য শব্দের প্রয়োগক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে; তবে ঠিক কোন অবস্থাটিতে একটির প্রয়োগক্ষেত্র অন্যটির প্রয়োগক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না, এবং সেজন্য মধ্যবর্তী অবস্থায় শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। এই সব দ্বিপ্রান্তিক মেরুশব্দের মাঝখানে থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন মাত্রিক ধারা যেখানে কোন একটি পর্বের (বা অবস্থার) সঙ্গে তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পর্বের পার্থক্য করা সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য 'এই অসুবিধার জন্য আমরা দায়ী নই, দায়ী হল মেরুশব্দের প্রকৃতি'।[১] মেরুশব্দের প্রকৃতিই হল, তারা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন মাত্রিক ধারার মধ্য দিয়ে হাজির হয় যে ঐ ধারার কোন একটি পর্ব ও তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধারার মধ্যে সহজে পার্থক্য করা যায় না।

দ্বিপ্রান্তিক মেরুশব্দের প্রান্তসীমায় শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট না হলেও মধ্যবর্তী বা মাঝামাঝি **পর্বে তাদের অর্থ অস্পষ্ট। এর প্রধান কারণ হল, 'মধ্যবর্তী' বা 'মাঝামাঝি' কথাটাই অস্পষ্ট।** মেরু শব্দের অন্তর্গত ঠিক কোন্ পর্বটিকে 'মাঝামাঝি' বলা যাবে অথবা যাবে না—এ বিষয়ে সঠিক উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল :

১. ..... This particular source of difficulty is nature's fault and not ours'. Philosophical Analysis. Hospers. P. 68.

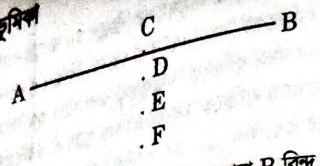

AB সরল রেখাটির A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে যেতে হলে (অথবা B বিন্দু থেকে A বিন্দুতে যেতে হলে) মধ্যবর্তী C বিন্দুকে অতিক্রম করতে হয়। তাহলে C বিন্দুটি হল AB রেখার মাঝামাঝি। কিন্তু D বিন্দুটিকে কি AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলা যাবে? প্রশ্নোত্তরে বলতে হয়, সোজাসুজিভাবে D বিন্দু AB রেখার মাঝামাঝি না হলেও C বিন্দুর খুব কাছাকাছি হওয়ায় D বিন্দুকেও AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলা যেতে পারে। এখন, E বিন্দু সম্পর্কে কি বলা হবে? E বিন্দুকে কি AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলা যাবে? প্রশ্নোত্তরে বলতে হয়— C এর কাছাকাছি হওয়ায় D কে যখন 'মাঝামাঝি' বলা হয়েছে তখন D এর কাছাকাছি হওয়ায় E বিন্দুকেও AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলতে হবে। একই ভাবে, E এর কাছাকাছি বলে F কেও AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলতে হবে। এভাবে, F এর পর যে কোন বিন্দুকে, ১০০ মিটার বা ১০,০০০ মাইল বা যে কোন দূরবর্তী বিন্দুকে AB রেখার 'মাঝামাঝি' বলতে হবে। অর্থাৎ, AB রেখার কোন একটি বিশেষ পর্বে একটা সীমারেখা টেনে বলা যাবে না যে, কেবল C এবং D বিন্দুটি AB রেখার মাঝামাঝি, অন্য বিন্দুগুলি মাঝামাঝি নয়। হস্‌পার্স একেই বলেছেন 'গড়ানে পিছল পথে বিপত্তি' (*difficulty of the slippery slope*)। উপরোক্ত ক্ষেত্রে, তর্কের খাতিরে, C ছাড়া তার নীচে (তা অতি সামান্য হলেও) D বিন্দুকে 'মাঝখানে' বলে গণ্য করলে E, F ইত্যাদির গড়ানে পথে আমাদের নিরন্তর চলতে হবে এবং প্রতিক্ষেত্রে 'মাঝখানে' শব্দটি প্রয়োগ করতে হবে। স্পষ্টতই 'মাঝখানে' শব্দটাই অস্পষ্ট। মেরুশব্দের মধ্যবর্তী কোন বিশেষ পর্বকে 'মাঝখানে' বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সহজ নয়। মূলত এই কারণে মেরুশব্দগুলি অস্পষ্ট।

অনেক সময় অবশ্য আমাদের সুবিধার জন্য শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে একটা সীমারেখা টানার প্রয়োজন হয় যদিও ঐ ভাবে শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা দ্বিধা থাকে। যেমন, পরীক্ষায় পাশ-ফেলের (মেরু শব্দ) সীমারেখা টানবার জন্য আমরা একটা মান (যথেচ্ছভাবে) নির্ধারণ করি এবং ধরা যাক্ ঐ মানটি হল ৩০%। কোন ছাত্র বা ছাত্রী ৩০ অথবা তার বেশী নম্বর পেলে (তা ১০০-ও হতে পারে) সে 'পাশ' বলে গণ্য হবে, ৩০-এর নীচে কোন নম্বর (তা ০-ও হতে পারে) সে 'ফেল' বলে গণ্য হবে। কিন্তু আমরা এই মানটিকে (*standard*) নিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ৩০%-কে পাশের নম্বররূপে গণ্য করলে ২৯%-কে তা বলা হবে না কেন? ১০০-এর থেকে ৩০-এর যা ব্যবধান, ৩০ থেকে ২৯-এর ব্যবধান তার থেকে যখন অনেক কম তখন যে ছাত্র বা ছাত্রীটি পরীক্ষায় ২৯ নম্বর পায় তাকে 'ফেল' রূপে গণ্য করা সঙ্গত হয় না। পরীক্ষায় ৩০ নম্বর পাওয়া ছাত্র এবং ২৯ নম্বর পাওয়া ছাত্রের মধ্যে গুণগত তারতম্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ।

একইভাবে, আমাদের সুবিধার জন্য, 'নগর-শহর' (মেরু শব্দ) শব্দদুটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যথেচ্ছভাবে একটা সীমারেখা নির্দেশ করি যদিও তাতে আমাদের তেমন কোন সুবিধা হয় না, বরং অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ধরা যাক্, আমরা বলতে চাই 'কোন অঞ্চলের জনসংখ্যা ১০,০০০ হলে তাকে 'নগর' (*city*) বলা হবে, আর কোন অঞ্চলের জনসংখ্যা তার থেকে কম হলে তাকে 'শহর' (*town*) বলা হবে।' এখানে জটিল প্রশ্নটি হল ১০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোন নগরের একটি লোকের মৃত্যু হলে সেই নগরটি কি তখন শহরে পরিণত হবে? ৯৯৯৯ জনসংখ্যাবিশিষ্ট কোন শহরে একটি শিশুর জন্ম হলে সেই শহরটিকে কি তখন নগর বলতে হবে? স্পষ্টতই, জনসংখ্যার নিরীখে 'নগর' 'শহর' শব্দদুটির অর্থ অস্পষ্ট।

কাজেই বলতে হয় যে, দ্বি-প্রান্তিক মেরুশব্দের (*Polar words*) প্রান্তিক শব্দ স্পষ্টার্থক হলেও মধ্যবর্তী পর্বে তাদের অর্থ অস্পষ্ট।

(২) শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ডের বহুমুখীতা
(*Multiple criteria for the use of the word*)

শব্দের অস্পষ্টতার অপর একটি হেতু বা কারণ হল, শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানদণ্ডের বহুমুখীতা। অবশ্য মানদণ্ডের বহুমুখীতা' বলতে যেমন একাধিক শর্তকে বোঝায় না তেমনি আবার নানার্থক শব্দকেও বোঝায় না। কোন শব্দকে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে একাধিক শর্ত—পর্যাপ্ত-আবিশ্যক শর্ত—পূরণের প্রয়োজন হয়। যেমন, কতকগুলি বিশেষ শর্ত পূরণ হলে তবেই কোন ক্ষেত্রকে 'ত্রিভুজ' বলা যায়—ক্ষেত্রটির তিনটি বাহু থাকতে হবে, তিনবাহুবেষ্টিত হতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু, এইসব বিভিন্ন শর্ত পূরণের প্রয়োজন হলেও "ত্রিভুজ" শব্দটিকে আমরা 'অস্পষ্ট' বলি না। তেমনি আবার একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকলেই শব্দটি অস্পষ্ট হয় না। নানার্থক শব্দটি যখন আমরা নানা অর্থে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি তখন ঐ প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শর্তপূরণের প্রয়োজন হয়। এইসব ভিন্নার্থের ভিন্ন ভিন্ন শর্তের জন্য নানার্থক শব্দটি অস্পষ্ট হয় না। **'মানদণ্ডের বিভিন্নতা বা বহুমুখীতা' বলতে আসলে বোঝায়— এমন শব্দ যেখানে শব্দ-প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী—পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্তাবলী— নেই, অথবা থাকলেও আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ শব্দের লক্ষণসূচক ধর্মগুলি জানা না থাকলে শব্দপ্রয়োগের মানদণ্ড বহুমুখী হয়। এমন কোন শব্দকে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না—এবিষয়ে আমাদের সংশয় থাকে বলে শব্দটি অস্পষ্ট হয়।**

'খেলা' (*games*) শব্দটি উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল। 'খেলা' শব্দটি একটি শ্রেণীবাচক পদ, যা বিভিন্ন ধরনের খেলাকে নির্দেশ করে— বল খেলা, দাবা খেলা, তাস খেলা, একা একা তাস বা দাবা খেলা, বল নিয়ে একা একা লোফালুফি খেলা, ইত্যাদি। প্লেটোর ভাবধারায় পুষ্ট অনেকে মনে করেন যে, শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কিছু সাধারণধর্ম বা সামান্যধর্ম থাকে। জার্মান দার্শনিক ভিট্‌গেন্‌স্টাইন্ (*Wittgenstein*) এই অভিমতকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেছেন এবং উদাহরণ স্বরূপ তিনি শ্রেণীবাচক 'খেলা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন খেলার মধ্যে—ফুটবল, ক্যারাম, তাস, দাবা ইত্যাদি খেলার মধ্যে—প্রকৃতপক্ষে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধরনের খেলা নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না যা প্রত্যেক খেলাতে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। নিবিষ্ট-পর্যবেক্ষণে যা পাওয়া যায় তা হল— 'কয়েকটি ব্যাপারে কিছু মিল বা সাদৃশ্য', ভিট্‌গেন্‌স্টাইন্ যাকে 'পারিবারিক সাদৃশ্য' বা 'গোষ্ঠিগত সাদৃশ্য' (*family resemblance*) বলেছেন। পরিবারের বা গোষ্ঠির অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে যেমন কোন সাধারণভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্য থাকে না, থাকে কেবল পারিবারিক বা গোষ্ঠিগত কয়েকটি সাদৃশ্য, তেমনি 'খেলা' শব্দটির অন্তর্গত বিভিন্ন খেলার মধ্যেও কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই, আছে কেবল গোষ্ঠিগত কয়েকটি সাদৃশ্য।

একটি খেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখার পর যখন অন্য একটি খেলা বিশ্লেষণ করা হয় তখন দেখা যায় যে, প্রথমটির কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়টিতে উপস্থিত থাকলেও অনেক বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়েছে এবং নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য (যা প্রথম খেলাতে নেই) যুক্ত হয়েছে। যেমন, ক্যারাম খেলা এবং তাস খেলা। ক্যারাম খেলার কিছু বৈশিষ্ট্য তাস খেলাতেও আছে— ঘরে বসে খেলা, ছোটাছুটি না করে খেলা, হাত দিয়ে খেলা, ভাবনা-চিন্তা করে সময় ধরে খেলা, ইত্যাদি; কিছু বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়েছে, ঘুঁটির বদলে তাস; আবার কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য, নতুন নিয়ম-কানুন যুক্ত হয়েছে। আবার, তাস খেলা থেকে ফুটবল খেলার প্রতি নজর দিলে সেখানেও দেখা যাবে যে, তাস খেলার কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটবল খেলাতেও আছে— প্রতিযোগিতা, জয়-পরাজয় ইত্যাদি, কিছু বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়েছে— ফুটবল খেলা ঘরের বাইরে মাঠের খেলা, তাস খেলা ঘরে বসে খেলা; ফুটবল খেলায় দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাস খেলায় হয় না; ফুটবল খেলা ছোটাছুটি করে খেলা, তাস খেলা বসে বসে খেলা ইত্যাদি; আবার ফুটবল খেলায় কিছু নতুন নিয়মকানুন যুক্ত হয় যা তাস খেলায় নেই। এবার ফুটবল খেলা থেকে একা একা বল লোফালুফি খেলার প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে, ফুটবল খেলার অনেক বৈশিষ্ট্য ঐ দ্বিতীয় খেলাটিতে আছে, কিছু বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়েছে, আবার কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। এভাবে, এক খেলা থেকে অন্য খেলার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে প্রতি ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য অন্তর্হিত হয় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন খেলার মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই।

অথবা বিভিন্ন খেলাকে বিশ্লেষণ করে খেলাসুলভ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে— $c_1, c_2, c_3 ... c_n$। ধরা যাক c_1 হল খেলার নিয়মকানুন, c_2— জয়-পরাজয় বৈশিষ্ট্য, c_3— খেলার আনন্দ, c_4— খেলোয়াড়দের দক্ষতা, কলাকৌশল, ইত্যাদি। এখন সব খেলাতেই যদি এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ($c_1 ... c_n$) উপস্থিত থাকে তাহলে 'খেলা' শব্দটির অর্থ সব খেলার ক্ষেত্রেই অভিন্ন থাকবে। কিন্তু বাস্তবত এমন হয় না, ভিন্ন ভিন্ন খেলার ক্ষেত্রে 'খেলা' কথাটির মানে ঠিক এক থাকে না; কেননা, কোন খেলার বৈশিষ্ট্য c_1, c_2, c_4 ও c_7; কোন খেলার বৈশিষ্ট্য c_1, c_3 ও c_5; আবার অন্য এক খেলার বৈশিষ্ট্য c_2, c_3, c_6 ইত্যাদি। কাজেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন খেলার মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত কোন বৈশিষ্ট্য নেই; তাদের মধ্যে যা উপস্থিত আছে তা হল, 'খেলাসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ($c_1 ... c_n$-এর মধ্যে) কতক বৈশিষ্ট্য'। তাহলে কোন কিছুকে 'খেলা' বলতে হলে প্রয়োজনীয় হল— খেলাসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কতক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। 'কতক' বৈশিষ্ট্য বলতে ৩টি অথবা ৪টি অথবা যে কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। ঠিক কত সংখ্যক খেলাসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন ক্রিয়াকে 'খেলা' বলা যাবে, এ বিষয়ে কোন স্থিরতা না থাকায় 'খেলা' শব্দটি অস্পষ্ট।

একইভাবে 'কুকুর' শব্দটিও অস্পষ্ট। বিভিন্ন কুকুরকে পর্যবেক্ষণ করে কতকগুলি সারমেয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে— $C_1, C_2 ... c_n$। ধরা যাক c_1— হল চতুষ্পদী হওয়া, c_2— লোমশ হওয়া, c_3 ঘেউ ঘেউ করে শব্দ করা, c_4—আনন্দিত বা উত্তেজিত হলে লেজ নাড়া ইত্যাদি। এসব কুকুরসুলভ বৈশিষ্ট্যের কোনটিও কুকুর হওয়ার আবশ্যিক শর্ত (necessary condition) নয়। এমন কুকুর থাকতে পারে যার তিনটি পা, একটি পা কাটা, ঘেউ ঘেউ করে না, লেজ নেই, লেজ কাটা, ইত্যাদি। অবশ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে 'কুকুর হওয়ার' পক্ষে আবশ্যিক শর্ত বলা যায়। যেমন— স্তন্যপায়ী হওয়া, মেরুদণ্ডী হওয়া, উষ্ণ-শোণিতযুক্ত হওয়া ইত্যাদি। তবে, এসব শর্তের উল্লেখ করেও 'কুকুর' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কেননা এসব বৈশিষ্ট্য থাকলেই কোন প্রাণীকে 'কুকুর' বলা যায় না। ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতিও স্তন্যপায়ী, মেরুদণ্ডী, উষ্ণ-শোণিতযুক্ত। 'কুকুর' শব্দটি প্রসঙ্গে এটাই কেবল বলা চলে যে, সারমেয় বৈশিষ্ট্যের— $c_1 ... c_n$ বৈশিষ্ট্যের সবগুলির পরিবর্তে যদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (c_1, c_2, c_4 অথবা c_2, c_3, c_7 অথবা c_1, c_2, c_4 ইত্যাদি) উপস্থিত থাকে তাহলেই কোন কিছুকে 'কুকুর' বলা যাবে। কোন কিছুকে 'কুকুর' বলতে গেলে প্রয়োজনীয় হল, কুকুর সুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। 'কতক' বলতে অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বোঝায়। ঠিক কত সংখ্যক বৈশিষ্ট্য থাকলে X-কে 'কুকুর' নামে চিহ্নিত করা যাবে— এ বিষয়ে কোন স্থিরতা নেই। কাজেই বলতে হয় যে, মানদণ্ডের বহুমুখীতার জন্য 'কুকুর' শব্দটি অস্পষ্ট।

(ঙ) ভাষার গণপূর্তি বৈশিষ্ট্য (*Quorum feature of language*)

শব্দের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে যাদের ওপর শব্দের প্রয়োগ নির্ভর করে। ধরা যাক A, B, C, D হল সেইসব আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি না থাকলে কোন কিছুকে 'X' বলা যাবে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক, এমনকি অধিকাংশ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবগুলি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় নয়, তাদের কয়েকটি উপস্থিত থাকলেই চলে (বিষয়টি ২নং-এ আলোচিত হয়েছে)। এর অর্থ হল, ঐ সব ধর্মের— A, B, C, D ধর্মের বিশেষ কোন একটি ধর্মকে লক্ষণসূচক (*defining*) বলা যায় না; অর্থাৎ এদের কোনটিও এমন নয় যে, বৈশিষ্ট্যটি না থাকলে কোন কিছুকে X বলা যাবে না। 'X' নামে চিহ্নিত করতে হলে ঐ সব বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি উপস্থিত থাকলেই চলে। যেমন, কোন কিছুকে 'X' বলা যাবে যদি তাতে মাত্র AB ও C অথবা AB ও D অথবা AC ও D অথবা BC ও D বৈশিষ্ট্য থাকে। এমনকি শুধু A ও B অথবা A ও C অথবা A ও D অথবা B ও D — এই প্রকারে চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও কোন কিছুকে 'X' বলা যাবে। তাহলে বলা যায় যে—

(ক) 'X' শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির— A, B, C ও D ধর্মের— কোন একটি অপরিহার্য নয়; যদি সবগুলি ধর্ম অথবা কয়েকটি ধর্ম (বিশেষ কোন ধর্ম নয়) উপস্থিত থাকে তাহলেই 'X' শব্দটিকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করা যাবে। অধ্যাপক হস্পার্স শব্দ প্রয়োগের এই নিয়মটিকে **'গণপূর্তি বৈশিষ্ট্য'** (*quorum feature*) বলেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক সভা-সমিতির একটি নিয়ম হল—'আলোচনাচক্রের সিদ্ধান্ত কেবল তখনই

গৃহীত হবে যখন মোট সদস্যের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকবেন'। নিয়মটি এমন বলে না যে, সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা সব সদস্যের উপস্থিতির ওপর অথবা বিশেষ কোন একজন সদস্যের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে; নিয়মটিতে এটাই বলা হয় যে, সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা কেবল 'নির্দিষ্ট সংখ্যক' সদস্যের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। আইনসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক সভার এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'গণপূর্তি বৈশিষ্ট্য'। ধরা যাক, কোন প্রাতিষ্ঠানিক সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন এবং গণপূর্তি সংখ্যাটি হল ৭। তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে গেলে ২০ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জনের উপস্থিতি আবশ্যিক, সকলের উপস্থিতি বা বিশেষ কোন একজনের উপস্থিতি আবশ্যিক নয়।

শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এ-প্রকার গণপূর্তি প্রয়োজনীয়। 'কুকুর' শব্দটিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা গেল। $c_1, c_2 ... c_n$ হল সারমেয় বৈশিষ্ট্য বা কুকুরসুলভ বৈশিষ্ট্য। কোন কিছুকে 'কুকুর' বলতে গেলে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ($c_1 ... c_n$ বৈশিষ্ট্যের) উপস্থিতি আবশ্যিক নয়, আবার তাদের বিশেষ কোন একটির উপস্থিতিও আবশ্যিক নয়, ঐ সব বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলেই কোন কিছুকে 'কুকুর' বলা যাবে।

(খ) গণপূর্তির পরিবর্তনশীলতা (Varibility of the quorum) : সভাসমিতির ক্ষেত্রে গণপূর্তি সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও ভাষা বা শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে গণপূর্তি সংখ্যা পরিবর্তনশীল। শব্দ ভেদে, শ্রেণীভেদে, গণপূর্তি সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'গণপূর্তির জন্য মাত্র একটি ছাড়া আর সব বৈশিষ্ট্য, অথবা ৫০% এর বেশী বৈশিষ্ট্য না থাকলে কোন কিছুকে 'X' নামে চিহ্নিত করা যাবে না'— এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে, কোন কিছুতে যত বেশী X-সুলভ বৈশিষ্ট্য থাকবে তত বেশী দৃঢ় বিশ্বাসে আমরা 'X' শব্দটিকে সেই বিষয়ে প্রয়োগ করতে পারবো। তবে, আমরা কখনই এমন বলতে পারি না যে, সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বৈশিষ্ট্য না থাকলে 'X' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন, খেলার ক্ষেত্রে আমরা এমন বলতে পারি না যে, খেলাসুলভ ৪টি অথবা ৫টি বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে, কম থাকলে তাকে 'খেলা' নামে চিহ্নিত করা যাবে না। 'খেলা' জাতীয় শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু গণপূর্তি সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, কোন খেলায় ৩টি বৈশিষ্ট্য, কোন খেলায় ৪টি বৈশিষ্ট্য, এভাবে পরিবর্তিত হয়, সেজন্য 'খেলা' জাতীয় শব্দ অস্পষ্ট।

(গ) গণপূর্তির অনির্দিষ্টতা (Indefiniteness of the quorum) : গণপূর্তির পরিবর্তনীয়তার মতো গণপূর্তির অনির্দিষ্টতাও শব্দের অস্পষ্টতার কারণ। অনেক সময় এমন হয় যে, 'X' শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে X-সুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে গণপূর্তি গঠন করা যাবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয় না। 'বাতিকগ্রস্ত' এমন এক শব্দ। এখানে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে গণপূর্তি সম্ভব হয় না; কেননা বাতিকের কোন একটি বা একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণসূচক আবশ্যিক ধর্ম বলা যায় না। 'বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি' বলতে আমরা সাধারণত তাকেই বুঝি— যে দুর্বল স্নায়ুবিশিষ্ট (*nervous*), খিটখিটে মেজাজের, সামান্য ব্যাপারেই রেগে যায়, অহেতুক অপরাধবোধে কষ্ট পায়, অথবা অপরাধ করে অপরাধবোধ থাকে না, অস্থিরচিত্ত, সব ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত ইত্যাদি। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যের কোনটিও বাতিকের আবশ্যিক অর্থাৎ লক্ষণসূচক ধর্ম নয়। এই সব বৈশিষ্ট্যের কোন একটি বা অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য না থাকলেও একজন ব্যক্তি 'বাতিকগ্রস্ত' নামে চিহ্নিত হতে পারে। এজাতীয় ক্ষেত্রে শব্দ-প্রয়োগের জন্য গণপূর্তি অনির্দিষ্ট হওয়ায় শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হয়।

(ঘ) গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বের তারতম্য (Degree of importance of quorum characteristics) : শব্দের অস্পষ্টতার অপর একটি কারণ হল— গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যের সব বৈশিষ্ট্যগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় না, বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন একটি বা কয়েকটি অন্যগুলি অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়। A, B, C, D বৈশিষ্ট্যগুলি X-এর গণপূর্তি বৈশিষ্ট্য হলে এমন হতে পারে যে, A বৈশিষ্ট্যটি B ও C অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এমন ক্ষেত্রে কোন কিছুকে (X-কে) 'X' নামে চিহ্নিত করার ব্যাপারে A বৈশিষ্ট্যটির উপস্থিতি যতটা প্রয়োজনীয় B-এর অথবা C-এর অথবা B ও C-এর একত্র উপস্থিতি ততটা প্রয়োজনীয় হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তিকে 'ধীমান' বা 'বুদ্ধিমান' বলার ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবনী শক্তি (A) যতটা গুরুত্বপূর্ণ, স্মৃতি এবং বাকপটুতা (B ও C) ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৬) গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যের কোন একটির পরিমাণের তারতম্য (Varying degree of a quorum feature) : গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যের কিছু বৈশিষ্ট্য যে কেবল উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকতে পারে তাই নয়, তাদের কোন একটির পরিমাণের মাত্রাভেদও হতে পারে এবং ঐ মাত্রাভেদের ওপরই শব্দ-প্রয়োগটি অনেকাংশে নির্ভর করে। এমন ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির মাত্রার পরিমাণ যত বেশী হবে তত দৃঢ়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে 'X' নামে চিহ্নিত করা যাবে। 'বুদ্ধিমান' শব্দটি প্রসঙ্গে 'স্মৃতিশক্তি' বৈশিষ্ট্যটি ধরা যাক্। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের কম-বেশী স্মৃতিশক্তি থাকে; তবে বুদ্ধিমত্তার গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যগুলি একইরকম ধরে নিয়ে যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে 'X' নামে অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান' নামে চিহ্নিত করা যাবে। তবে, এই মাত্রাবৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে শব্দ-প্রয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক নেই বলে এসব ক্ষেত্রে শব্দটি (এখানে 'বুদ্ধিমান' শব্দটি) অস্পষ্ট হয়। স্মৃতিশক্তির পরিমাণ ঠিক কতটা বৃদ্ধি পেলে X ব্যক্তিকে 'বুদ্ধিমান' বলা যাবে, এবিষয়ে কোন সীমারেখা টানা যায় না। আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তিকে 'বুদ্ধিমান' বলতে গেলে তার স্মৃতিশক্তি প্রখর হতে হবে, কতটা প্রখর হতে হবে—তা বলতে পারি না। কাজেই 'বুদ্ধিমান' জাতীয় শব্দ অস্পষ্ট।

এসব আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, প্রায় সব শব্দ, বিশেষ করে, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াসূচক শব্দগুলি অস্পষ্ট। এমনকি বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দগুলিকেও স্পষ্টার্থক বলা যায় না (পরের আলোচনাটি দেখ)। কেবল গণিতের এবং জ্যামিতির কিছু শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। গণিতের '+', '−' ইত্যাদি চিহ্নের অর্থ সুস্পষ্ট; জ্যামিতির 'ত্রিভুজ', 'বৃত্ত' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট। এ ছাড়া প্রায় সব শব্দের অর্থই অস্পষ্ট।

৩.৩ বিজ্ঞানের অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের অস্পষ্টতা
Vagueness of the most technical Scientific words

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলির মতো বিজ্ঞানের অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দগুলিও অস্পষ্ট। 'স্তন্যপায়ী' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি 'এমন প্রাণী যে নিজের সন্তানকে নিজের স্তন-দুগ্ধ পান করায়'। কিন্তু জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় 'স্তন্যপায়ী'র অর্থ অনেক ব্যাপক। *American Dictionary of Biology*-তে স্তন্যপায়ীর ৮টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে, যাদের কয়েকটিকে নিয়ে গণপূর্তি বা 'কোরাম্' গঠন করা যেতে পারে। ধরা যাক্, স্তন্যপায়ীসূচক $c_1 \ldots c_{10}$ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে গণপূর্তি সংখ্যা হল ৪টি—*A, B, C* ও *D* যাদের কোনটিও অবশ্য আবিশ্যক বা লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্য নয়। কোন প্রাণীকে 'স্তন্যপায়ী' বলতে হলে ঐ সব বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি উপস্থিত থাকলেই চলে। যেমন, কোন প্রাণীকে 'স্তন্যপায়ী' বলা যাবে যদি তার *A, B* ও *C* অথবা *A, B* ও *D* অথবা *A, C* ও *D* অথবা *B, C* ও *D* বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে। আবার শুধু *A* ও *B* অথবা *A* ও *C* অথবা *A* ও *D* অথবা *B* ও *D*, এই প্রকারে ৪টি গণপূর্তি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও কোন প্রাণীকে 'স্তন্যপায়ী' বলা যেতে পারে। কাজেই দেখা যায় যে, 'স্তন্যপায়ী' বলার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে জীবনবিজ্ঞানেও অপরিহার্যরূপে (লক্ষণসূচকরূপে) গণ্য করা হয় না। স্তন্যপায়ীর লক্ষণসূচক ও আবশ্যিক ধর্ম নির্ধারিত না হওয়ায়, জীবনবিজ্ঞানে শব্দটি অস্পষ্ট।

'সোনা' শব্দটি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ধাতুবিদ, রসায়নবিদ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সোনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—বর্ণালীর কয়েকটি রেখার বিকিরণ, নির্দিষ্ট আণবিক সংখ্যা, বিশেষ এক আণবিক ওজন, বিশেষ রঙ, পেটালে লম্বা হওয়া, বিশেষ গলনাঙ্ক, রাসায়নিক সংমিশ্রণের বিশেষ এক ধরণ, ইত্যাদি। অনেক রসায়নবিদ আবার মনে করেন যে, এইসব শর্তের মধ্যে কেবল 'নির্দিষ্ট আণবিক সংখ্যাই' সোনার লক্ষণসূচক ধর্ম, অর্থাৎ কেবল এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেই 'সোনা' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। তবে এই ব্যাপারে সব রসায়নবিদ ঐকমত্য পোষণ করেন না। 'নির্দিষ্ট আণবিক সংখ্যা' যদি সোনার আবশ্যিক বা লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে কোন বস্তুতে ঐ ধর্মটির উপস্থিতি এবং অন্যান্য ধর্মের অনুপস্থিতি ঘটলেও তাকে 'সোনা' বলতে হবে। ধরা যাক কোন ধাতব পদার্থে ঐ 'নির্দিষ্ট আনবিক সংখ্যাটি' উপস্থিত আছে কিন্তু পদার্থটির রঙ হলুদ নয়, লাল—পেটালে লম্বা হয় না—গলনাঙ্ক ভিন্ন—বর্ণালীর ভিন্ন ধরণের রেখার বিকিরণ হয়। এমন ক্ষেত্রে

পদার্থটিকে কি 'সোনা' বলা যাবে? কিছু রসায়নবিদের উত্তর সদর্থক হলেও অধিকাংশের উত্তর নঞর্থক হবে। স্পষ্টতই, বিজ্ঞানসম্মত ভাবেও 'সোনা' শব্দটির ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞানেও 'সোনা' শব্দটি অস্পষ্ট। এর কারণ হল—বিজ্ঞানীরা সোনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে সহচারধর্মরূপে দেখতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন যে, সেইসব ধর্মের কয়েকটি না থাকলে সংশ্লিষ্ট বস্তুকে কি নামে চিহ্নিত করা যাবে—এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেননি।

আসলে, চিরাচরিত নিয়ম-বিরোধী কোন ঘটনা বা বস্তুর আবির্ভাব ঘটলে আমরা বিভ্রান্ত হই এবং সেই ঘটনা বা বস্তুটিকে নির্দিষ্ট কোন নামে চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করি। বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত সাধারণ ভাষার 'বিড়াল' শব্দটির উল্লেখ করা গেল। গণপূর্তি সংখ্যা বা 'কোরাম' অনুসারে, কোন কিছুকে (*X*-কে) 'বিড়াল' বলা যাবে যদি তাতে বিড়ালসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য *A, B, C, D* ও *E* বৈশিষ্ট্য থাকে। ধরা যাক্, *A* — চতুষ্পদী হওয়া, *B* — গোঁফ থাকা, *C* — শিকার ধরার পর তাকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে হত্যা করা, *D* — মিউ মিউ করে ডাকা, *E* — মাছ খেতে পছন্দ করা ইত্যাদি। এখন ধরা যাক্, আমাদের অনেকের সামনে, এবং কথাবার্তা নথিভুক্ত করতে পারে এমন এক যন্ত্রের সামনে (টেপ রেকর্ডার-এর সামনে), বেড়ালের মতো দেখতে একটি জীব উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে গেল। এমন কোন সম্ভাব্য অবস্থা (সম্ভাব্য—কেননা এমন চিন্তা স্ববিরোধী নয়) কখনো দেখা দিলে আমরা সেই জীবটিকে কি 'বিড়াল' বলবো অথবা বলবো যে, জীবটা বিড়ালের মতো দেখতে হলেও আসলে তা মানুষ। আবার ধরা যাক, আমাদের চোখের সামনে একটা বিড়াল ক্রমশ বড় হতে হতে তার স্বাভাবিক আকার আয়তনের ১০০ গুণ বড় হয়ে গেল। এখানেও কি জীবটাকে 'বিড়াল' বলা যাবে, না বলতে হবে যে, জীবটা বিড়ালের মতো দেখতে হলেও আসলে তা হাতি। এসব সমস্যার সমাধান হয় না বলে শব্দগুলিকে অস্পষ্ট বলতে হয়।

আসল কথা হল, বাস্তব ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করেই আমরা সেই মতো তাদের নামকরণ করি—ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনা বা বস্তুর চিন্তা আমাদের থাকে না। বাস্তবত *X*-এর বৈশিষ্ট্যগুলি এখন যেমন আছে, পরে তারা পরিবর্তিত বা অপসারিত হলে, নতুন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হলে, ঐ বস্তুটিকে আর '*X*' নামে চিহ্নিত করা যাবে কি না—এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করি না। এজন্য কেবল গণিত ও জ্যামিতির কিছু শব্দ ছাড়া আমাদের প্রায় সব শব্দই, সাধারণভাষার এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, অস্পষ্ট।

৩.৪ সংজ্ঞা-জ্ঞাপক শব্দের অস্পষ্টতা
Vagueness in the words by which we define

প্রচলিত সমস্ত ভাষার শব্দগুলি অস্পষ্ট হওয়ায় শাব্দিক সংজ্ঞায় (*verbal definition*) কোন শব্দের অর্থকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় না। শাব্দিক সংজ্ঞায় একটি শব্দের অর্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে সব অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্থ অস্পষ্ট হলে মূল শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট হতে পারে না। অভিধানের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ তাই অস্পষ্ট, কেননা সেখানে একটি শব্দের অর্থকে অপরাপর শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়, যাদের প্রত্যেকটি অস্পষ্ট। ধরা যাক্ "*X*" শব্দটির সংজ্ঞায় *A, B* ও *C* বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল। এখন, *A, B* ও *C* বলতে ঠিক কি বোঝায় তা স্পষ্টভাবে বলা না গেলে মূল শব্দ "*X*" এর অর্থও স্পষ্ট হতে পারে না। কাজেই শাব্দিক সংজ্ঞায় কোন শব্দের অস্পষ্টতা কিছুটা অপসারিত করা গেলেও, সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব হয় না। প্রচলিত বাংলা ভাষার কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল :

'অধিবাসী' (inhabutant) শব্দটির সংজ্ঞা কি? 'অধিবাসী' বলতে কি বোঝায়?

'অধিবাসী'র সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি, 'এমন ব্যক্তি যে কোন বিশেষ অঞ্চলে জীবিকানির্বাহের জন্য নিজ বাড়ীতে বসবাস করে'। এমন বললে, কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা যাবে যেখানে 'অধিবাসী' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না, সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। যেমন—

কোন ব্যবসায়ী অথবা চাকরীজীবি, কোন একটি অঞ্চলে যার বাড়ী আছে কিন্তু ব্যবসার খাতিরে অথবা জীবিকার জন্য যাকে বছরের অধিকাংশ সময় অন্য অঞ্চলে থাকতে হয়। অথবা—